রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"


# বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জুলাই ৬, ২০২২


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ**

**প্রজ্ঞাপন**

ঢাকা, ২২ আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ০৬ জুলাই ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০৪৩.২২.১৬৭—মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২৫ জুন ২০২২ তারিখে বহুল প্রত্যাশিত 'পদ্মা সেতু' উদ্বোধন করেন যা বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ এবং বিশ্বের ১২২তম বৃহত্তম সেতু। পদ্মা সেতু শুধু কংক্রিটের একটি স্থাপনাই নয় বরং এটি আমাদের স্বনির্ভরতা, আত্মমর্যাদা ও গৌরবের প্রতীক। এ সেতু উদ্বোধনের মাধ্যমে স্থলপথে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে সারা দেশের সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হল। বহু বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে নিজস্ব অর্থায়নে প্রমত্তা পদ্মার বুকে নির্মিত ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সেতু গত ২৬ জুন ২০২২ তারিখ যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

০২। পদ্মা সেতু প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন এবং বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উষ্ণ অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপনপূর্বক তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে মন্ত্রিসভার ১৯ আষাঢ় ১৪২৯/০৩ জুলাই ২০২২ তারিখের বৈঠকে একটি অভিনন্দন প্রস্তাব গৃহীত হয়।

০৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত অভিনন্দন প্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোঃ সামসুল আরেফিন
সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)
মন্ত্রিপরিষদ সচিবের রুটিন দায়িত্বে



**মূল্য :** টাকা ৪.০০

## মন্ত্রিসভার অভিনন্দন প্রস্তাব

ঢাকা : ১৯ আষাঢ় ১৪২৯ / ০৩ জুলাই ২০২২

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২৫ জুন ২০২২ তারিখে বহুল প্রত্যাশিত 'পদ্মা সেতু' উদ্বোধন করেন যা বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ এবং বিশ্বের ১২২তম বৃহত্তম সেতু। পদ্মা সেতু শুধু কংক্রিটের একটি স্থাপনাই নয় বরং এটি আমাদের স্বনির্ভরতা, আত্মমর্যাদা ও গৌরবের প্রতীক। এ সেতু উদ্বোধনের মাধ্যমে স্থলপথে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে সারা দেশের সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হল। বহু বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে নিজস্ব অর্থায়নে প্রমত্তা পদ্মার বুকে নির্মিত ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সেতু গত ২৬ জুন ২০২২ তারিখ যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পর ১৯৯৮ সালে পদ্মা সেতু নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং ১৯৯৯ সালে প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের মাধ্যমে পদ্মা সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা শুরু হয়। এর ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০১ সালের ০৪ জুলাই মাওয়া পয়েন্টে পদ্মা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং একই বছরের ০৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে সমীক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু ২০০১ সালের শেষ দিকে বিএনপি-জামাত রাষ্ট্রক্ষমতায় আসার পর সেতুর কার্যক্রম এগিয়ে নেয়ার পরিবর্তে পূর্বনির্ধারিত স্থানে সেতু না করার অজুহাতে সমীক্ষার নামে কালক্ষেপণ করে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০০৯ সালে মহাজোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের মাত্র ২২ দিনের মধ্যে পদ্মা সেতুর পূর্ণাঙ্গ নকশা তৈরির জন্য নিউজিল্যান্ড ভিত্তিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান মনসেল এইকমকে নিয়োগ দেওয়া হয়। যদিও প্রাথমিক পরিকল্পনায় সেতু প্রকল্পে রেল লাইন সংযোগের ব্যবস্থা রাখা হয়নি, পরবর্তীকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় রেল সংযোগ যুক্ত করে চূড়ান্ত নকশা প্রণয়ন করা হয়। নকশা চূড়ান্ত হওয়ার পর সরকার সেতু প্রকল্প অর্থায়নের বিষয়ে বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) এবং জাইকার সঙ্গে ঋণচুক্তি স্বাক্ষর করে। পরবর্তী সময়ে বিশ্বব্যাংক নির্মাণকাজের তদারকির জন্য পরামর্শক নিয়োগে দুর্নীতির নামে ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত করে এ প্রকল্পে তাদের অর্থায়ন বন্ধের ঘোষণা দেয়। এর ফলে অর্থায়নকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও তাদের প্রতিশ্রুত অর্থায়ন স্থগিত ঘোষণা করে। সার্বিক প্রেক্ষাপটে ২০১২ সালের ০৯ জুলাই অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকলকে অবাক করে দিয়ে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের এক অনন্য বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত

পদ্মা সেতুতে দুর্নীতির বিষয়ে ২০১৪ সালে দুর্নীতি দমন কমিশন তদন্ত শেষে ঘোষণা করে যে, এ সেতু নির্মাণকাজে দুর্নীতির কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। একইসঙ্গে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এসএনসি-লাভালিনকে ঘুষ-দুর্নীতির মাধ্যমে কাজ পাইয়ে দেওয়ার মামলা ২০১৭ সালের ১০ জানুয়ারি কানাডার আদালত খারিজ করে দেয়। এর ফলে পদ্মা সেতু প্রকল্পে দুর্নীতি নামক ষড়যন্ত্রের ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন করে বাংলাদেশকে হেয় প্রতিপন্ন করার যে অপপ্রয়াস বিশ্বব্যাংক গ্রহণ করেছিল, কানাডার আদালতের প্রদত্ত রায়ের ফলে তা সম্পূর্ণরূপে অমূলক হিসাবে পর্যবসিত হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০০১ সালের ০৪ জুলাই 'পদ্মা সেতু' নির্মাণে যে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন, ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ছিন্ন করে, বিশ্বব্যাংক কর্তৃক আনীত দুর্নীতির অভিযোগকে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন প্রমাণ করে গত ২৫ জুন ২০২২ তারিখে নানা প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে নির্মাণকাজ সম্পন্ন করে 'পদ্মা সেতু' উদ্বোধনের মাধ্যমে তা সমাপ্ত হয়। তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্ব, অসীম সাহসিকতা ও দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের ফলে আজ নিজেদের টাকায় প্রমত্তা পদ্মার বুকে ঐতিহাসিক 'পদ্মা সেতু' নির্মাণ সম্ভব হয়েছে।

মন্ত্রিসভা মনে করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বের ফলে পদ্মা সেতু নির্মাণকাজ সম্পন্ন করায় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হয়েছে। মন্ত্রিসভা আরও মনে করে যে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ অত্যাসন্ন।

পদ্মা সেতু প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন এবং বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করায় মন্ত্রিসভা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উষ্ণ অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপনপূর্বক তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd